জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ (বুধবার)

[**সময়কালঃ** ১৮.০৯.২০১৯–২২.০৯.২০১৯]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মূখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মৌসুমী বায়ুর অক্ষের বর্ধিতাংশ রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে দূর্বল অবস্থায় রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের বেশীরভাগ জায়গায় এবং রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরণের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ০৫ দিন কয়েকটি জেলা যেমন রাঙ্গামাটি, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, বান্দরবান, বরগুনা ও চট্রগামে দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় তুলনামূলক ভাবে বৃষ্টি হতে পারে। কাজেই যে জেলায় কম বৃষ্টিপাত হওয়ায় সম্ভাবনা সে জেলায় জন্য সেচ, সার, বালাইনাশক প্রয়োগ ও আন্তপরিচর্যা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সারাদেশে দিনরাত্রি তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকবে। বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আগামী সুরমা-কুশিযারা ব্যতীত দেশের সকল প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামী ২৪ ঘন্টায় ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও গঙ্গা-পদ্মা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি অব্যাহত থাকতে পারে, অপরদিকে সুরমা-কুশিয়ারা নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পেতে পারে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য মতে আগামী ০৫ দিনে বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কাজেই আগামী পাঁচ দিনের জন্য বন্যা পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান করা হয়নি।

উপরোক্ত তথ্য, আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং গত কয়েকদিনের উপলব্ধ আবহাওয়া বিবেচনা করে জেলাভিত্তিক কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রস্তুত করা হয়েছে।

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

আউশ ধান:

- জমি থেকে ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে পানি নিষ্কাশন করে ফেলতে হবে।
- বৃষ্টিপাতের পর ফসল সংগ্রহ করুন।

আমন ধান :

- সেচ দিন এবং সর্বোচ্চ কুশি পর্যায় পর্যন্ত জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি রাখুন। কাইচ থোড় পর্যায়ে জমিতে পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন।
- জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।

- চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর প্রথমবার, ৩০-৩৫ দিন পর দ্বিতীয়বার আগাছা নিধন করতে হবে।
- চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন সার উপরিপ্রয়োগ করুন। শেষ এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন সার কাইচ থোড় গঠনের ৫-৭ দিন আগে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। মাজরা পোকা, পামরি পোকা, চুঙ্গী পোকা, গল মাছির আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- চারা ও কুশি পর্যায়ে পাতা মোড়ানো পোকা বা পামরী পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। যদি একটি গোছায় পাতা মোড়ানো পোকা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ একটি পাতা দেখা যায় অথবা একটি পামরী পোকার উপস্থিতি চোখে পড়ে তাহলে প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ মিলি ক্লোরোপাইরিফস ২০ ইসি বা মনোক্রোটোফস ৪০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- মাজরা পোকা অথবা পাতা খেকো পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি একরে ১২ কেজি হারে কার্বোফুরান ৩ জি প্রয়োগ করুন।
- গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সেজন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রতি গোছায় ৫টি বা তার বেশি গাছ ফড়িং দেখা গেলে অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- নীচু এলাকায় এখনও বন্যার পানি নেমে যাবার পর চারা রোপণ করার সুযোগ রয়েছে। যেহেতু দেরীতে রোপণ করা হচ্ছে, বিআর২২, বিআর২৩, ব্রি ধান ৩৮, ব্রি ধান ৪৬, বিনাশাইল, নাইজারশাইল ও স্থানীয় জাত ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বন্যার পানি নেমে যাবার পর উঁচু জমিতে বীজতলা তৈরি করুন, ভাসমান বীজতলার ব্যবস্থা করুন।

সবজি:

- ঢেঁড়শ: পাতায় দাগ রোগ, জেসিড ও সাদা মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। পাতায় দাগ রোগ হলে প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম ৫০% ডব্লিউপি মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। জেসিড ও সাদা মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ৩ লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে থিওমিথোক্সাম মিশিয়ে প্রয়োগ করুন। জমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- শসা জাতীয় সবজি: ফলের মাছি পোকা, সাদা মাছি পোকা ও মোজাইক রোগ দেখা দিতে পারে। ফলের মাছি পোকার আক্রমণ হলে আক্রন্ত ফল সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে। আলোক ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। সাদা মাছি পোকার আক্রমণে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন। মোজাইক রোগ হলে আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে, সিস্টেমিক বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

- বেগুন: বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা, নেমাটোড, সাদা মাছি পোকা, জেসিড, ফল পচা রোগ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন।
- করলা : বাড়ন্ত পর্যায়ে আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে ডাউনি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে ১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে ম্যানকোজেব মিশিয়ে ১০ দিন পর পর দুইবার স্প্রে করুন।

উদ্যান ফসল:

- আম, লিচু, কাঁঠাল, পেয়ারা, জাম, লেবুর নতুন চারা রোপণ করুন। অতিবৃষ্টিতে রোপিত চারা নষ্ট হয়ে থাকলে সেখানে নতুন চারা লাগিয়ে শূণ্যস্থানগুলো পূরণ করতে হবে।
- ডালিমের পাতা পোড়া বা লেবুর লিফ মাইনর প্রভৃতি রোগের জন্য উদ্যান ফসলে বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- ডালিমের ব্লাইট ও ফল পচা রোগ থেকে রক্ষার জন্য ২০০ লিটার পানিতে ৬০০ গ্রাম ম্যানকোজেব ও ১০০ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন। থ্রিপস পোকার আক্রমণ হলে প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলি স্পাইনোসাড ২.৫ এসসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।

নারিকেল:

- নারিকেল চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরি করুন।
- বর্ষা মৌসুমে নারিকেলের বাড রট রোগ দেখা দিলে প্রতিরোধের জন্য ম্যানকোজেব স্যাশে (২ গ্রাম) ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ঝরে যাওয়া নারিকেল দ্রুত সংগ্রহ করে ফেলতে হবে যাতে অংকুরোদগম হতে না পারে।

কলা:

- কলাগাছ রোপণ করুন। আন্ত পরিচর্যা করতে হবে।
- মৌসুমী বৃষ্টিপাতের কারণে কলায় সিগাটোকা রোগ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আক্রান্ত পাতা কেটে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলুন। আক্রমণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ১% বোর্দো মিক্সচার ১৫ দিন পর পর ৫ থেকে ৬ বার স্প্রে করুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ বেশি হলে আক্রান্ত গাছ কেটে সরিয়ে ফেলতে হবে যাতে রোগ ছড়িয়ে পড়তে না পারে।

আখ:

- প্রয়োজন অনুযায়ী আন্ত পরিচর্যা করুন।
- মাটির ধরণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সেচ দিন।

- সালফারের ঘাটতি আছে এমন জমিতে আখের ফলন ও মান বৃদ্ধির জন্য প্রতি হেক্টরে ৫০০ কেজি জিপসাম প্রয়োগ করুন।
- জমি সুনিষ্কাশিত রাখুন।
- রেড রট রোগ থেকে বাঁচার জন্য জমিতে পানি জমতে দেবেন না এবং আক্রান্ত আখ তুলে ফেলুন।
- টপ শুট বোরার নিয়ন্ত্রণের জন্য বালাই ব্যবস্থাপনা করুন।

পান:

- ঝোড়ো হাওয়ায় যেন ভেঙে না যায় সেজন্য পানের বরজে শক্ত করে বেড়া দিন।
- সব পানি সরিয়ে ফেলার আগে গোড়া পচা রোগের জন্য বালাইনাশক প্রয়োগ করা যাবে না।
- নিষ্কাশন নালা পরিষ্কার রাখুন এবং বরজের ভেতরে মুক্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করুন।
- জমিতে কাটিং লাগানোর জন্য রোগমুক্ত কাটিং নির্বাচন করতে হবে এবং লাগানোর আগে ০.৫% বর্দো মিক্সচার ও ৫০০ পিপিএম স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন দিয়ে আধ ঘণ্টা শোধন করে নিতে হবে। লাগানোর আগে মাটিতে ম্যানকোজেব ৭৫ ডব্লিউপি (প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম হারে) প্রয়োগ করতে হবে।

তুলা:

- তুলা বপন করুন।
- আর্দ্র আবহাওয়ায় রোগবালাই এর আক্রমণ বেড়ে যেতে পারে। সঠিক অবস্থা জানার জন্য নির্দিষ্ট ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন। আক্রমণ বেশি হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

হলুদ:

- উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় হলুদের পাতায় দাগ রোগ দেখা দিলে হেক্টর প্রতি ১ কেজি হারে ম্যানকোজেব প্রয়োগ করুন।
- রাইজোম পচা রোগ হলে আক্রান্ত জায়গায় প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে 0.3% ম্যানকোজেব ৭৫ ডব্লিউপি প্রয়োগ করুন।

আদা:

- জমি সুনিষ্কাশিত রাখুন।
- রাইজোম পচা রোগ হলে বৃষ্টিপাতের পর আক্রান্ত জায়গায় প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে 0.3% ম্যানকোজেব ৭৫ ডব্লিউপি প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু ও হাঁস মুরগী:

- গোয়াল ঘরের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন। পানি যেন জমতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।
- বর্ষা মৌসুমের বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে টীকা দিন।
- ভেড়া, ছাগল প্রভৃতির সুস্থতা ও ওজন বৃদ্ধির জন্য কৃমিনাশক প্রয়োগ করুন।
- পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিবন্ধিত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- ছাগলের ডায়রিয়া হলে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। বাইরে পশুচারণ করা যাবে না।
- ঝড় বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য হাঁস মুরগীর থাকার জায়গা পলিথিন শীট দিয়ে ঢেকে দিন।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলোঃ

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মিঃ মিঃ)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মিঃ মিঃ)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০০	৩৬.০	২৭.২	রাজশাহী	রাজশাহী	০০	৩৬.৫	২৭.১
	টাঙ্গাইল	৩৫	৩৫.০	২৬.৫		ঈশ্বরদী	২০	৩৫.৩	২৬.৫
	ফরিদপুর	০০	৩৫.৮	২৫.৮		বগুড়া	১২	৩৪.০	২৫.৮
	মাদারীপুর	০০	৩৪.৭	২৬.৩		বদলগাছী	০০	৩৪.৭	২৫.৬
	গোপালগঞ্জ	০০	৩৪.৫	২৫.০		তাড়াশ	০০	৩৫.০	২৭.০
	নিকলি	০০	৩৫.০	২৭.৭					
					রংপুর	রংপুর	০০	৩৩.৪	২৪.৮
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০০	৩৩.৮	২৫.৯		দিনাজপুর	০০	৩৩.৪	২৪.৫
	নেত্রকোনা	০০	৩৪.২	২৫.৮		সৈয়দপুর	০০	৩৩.৪	২৪.০
						তেঁতুলিয়া	০০	৩২.৩	২৪.৪
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০	৩৫.১	২৭.০		ডিমলা	০০	৩৩.০	২৪.৫
	সন্দ্বীপ	০০	৩৫.২	২৬.৬		রাজারহাট	০০	৩৩.১	২৪.৩
	সীতাকুন্ড	সামান্য	৩৫.০	২৫.৮					
	রাঙ্গামাটি	৫১	৩৫.৫	২৪.৮	খুলনা	খুলনা	২২	৩৪.৫	২৬.৫
	কুমিল্লা	০০	৩৩.৮	২৫.৮		মংলা	সামান্য	৩৪.৬	২৬.৫
	চাঁদপুর	০০	৩৫.৪	২৭.৪		সাতক্ষীরা	০৬	৩৫.০	২৭.০
	মাইজদীকোর্ট	০০	৩৪.২	২৭.৬		যশোর	০০	৩৬.০	২৬.০
	ফেনী	০০	৩৪.৬	২৪.৬		চুয়াডাঙ্গা	১৪	৩৬.০	২৫.২
	হাতিয়া	০০	৩৪.৫	২৬.৮		কুমারখালী	০০	XX	২৭.০
	কক্সবাজার	১৪	৩৩.৫	২৫.০					
	কুতুবদিয়া	২৭	৩৩.০	২৫.০	বরিশাল	বরিশাল	০০	৩৪.৩	২৫.৮
	টেকনাফ	০০	৩৩.১	২৫.০		পটুয়াখালী	০০	৩৪.০	২৬.৯
						খেপুপাড়া	০০	৩৪.৪	২৬.৩
সিলেট	সিলেট	০০	৩৫.৩	২৬.০		ভোলা	০২	৩৪.৪	২৬.১
	শ্রীমঙ্গল	০০	৩৪.৭	২৪.৫					

প্রধান বৈশিষ্ট¨সমূহঃ-:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্জ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ২.৮৩ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ২.৭৮ মিঃ মিঃ ছিল।

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

পূর্বাভাসঃ চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে পারে।

সপ্তাহের শেষে (১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন

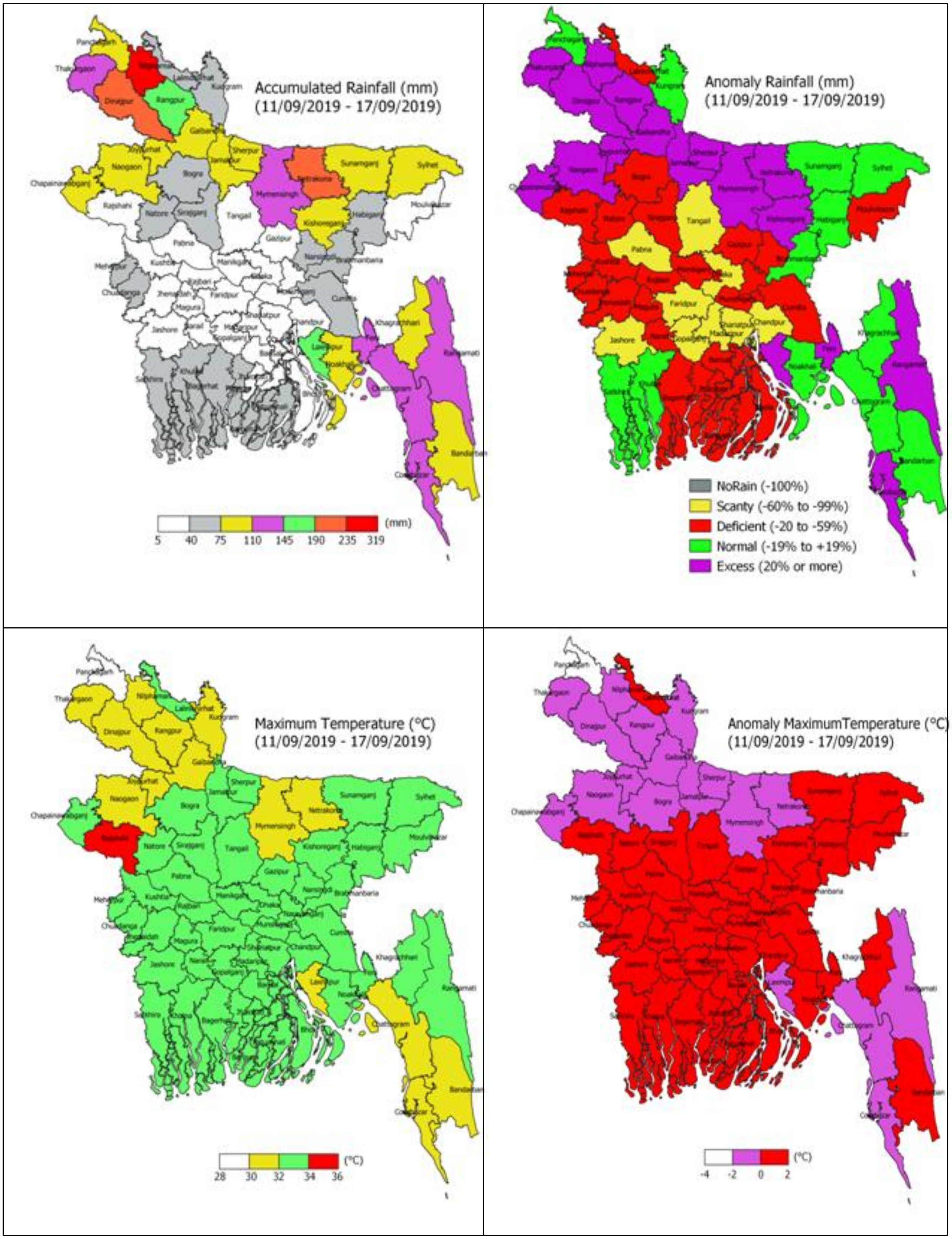

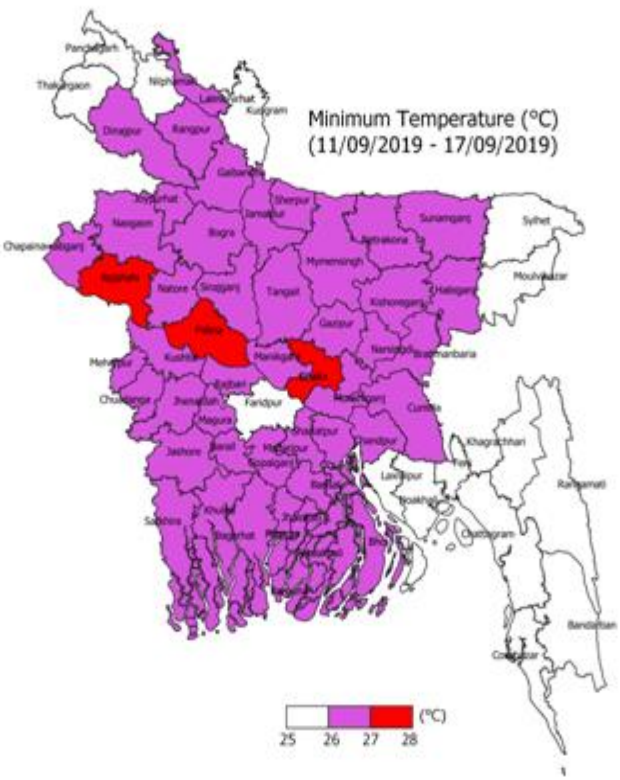
Minimum Temperature (°C)
(11/09/2019 - 17/09/2019)
(°C)
25 26 27 28

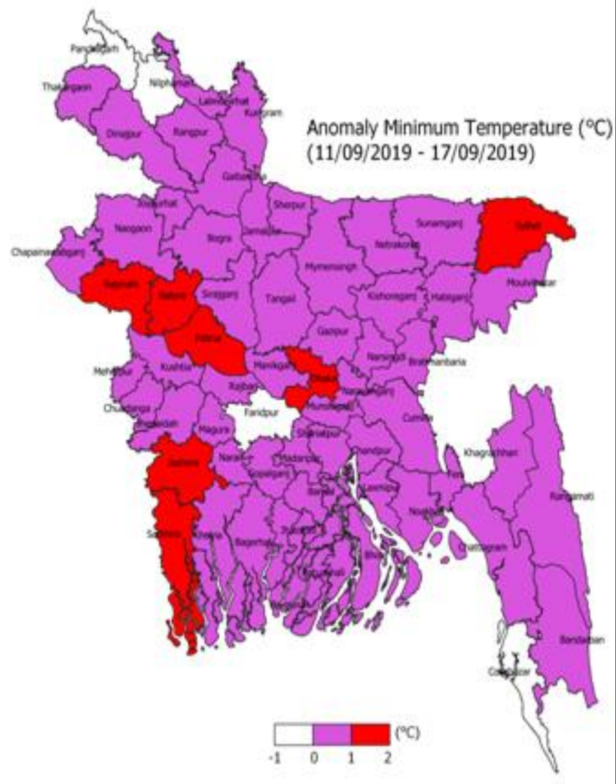
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(11/09/2019 - 17/09/2019)
(°C)
-1 0 1 2

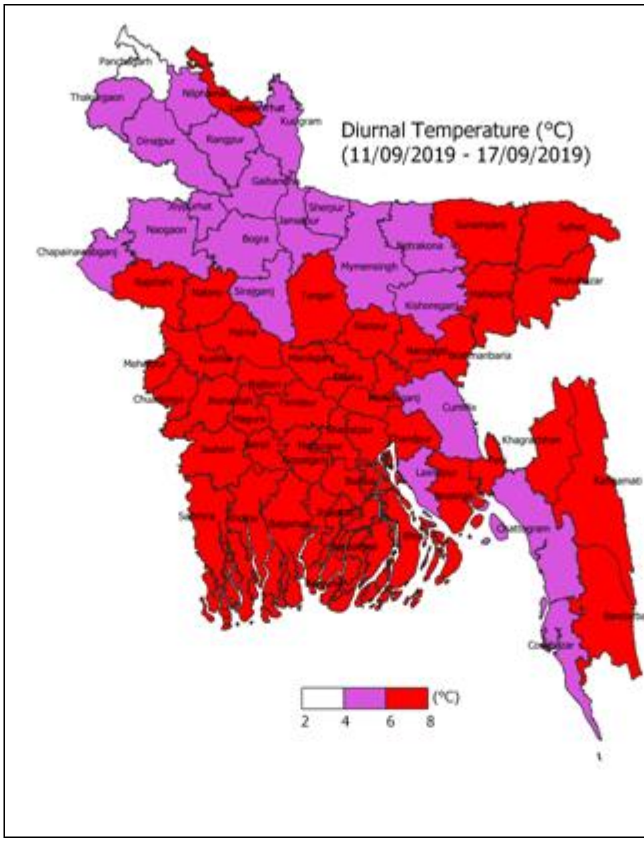
Diurnal Temperature (°C)
(11/09/2019 - 17/09/2019)
(°C)
2 4 6 8

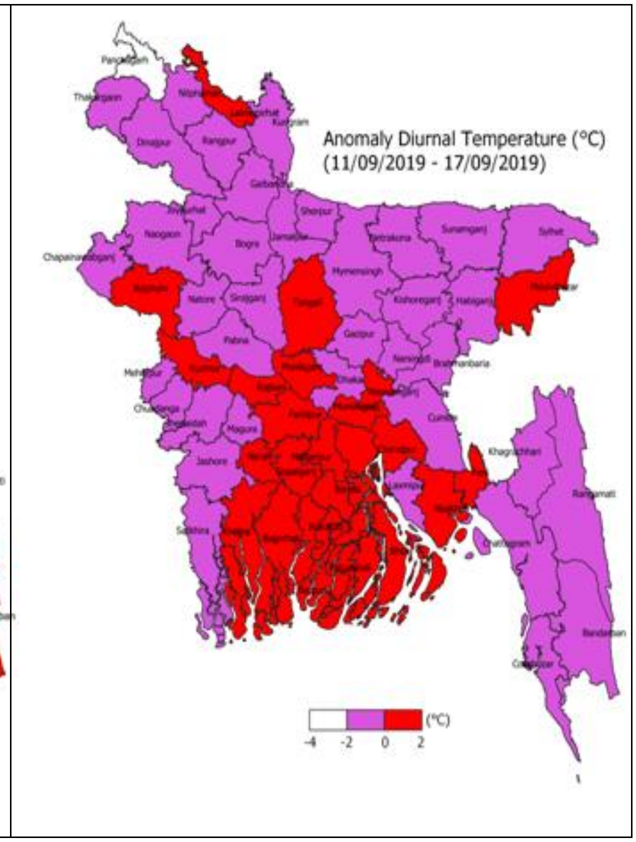
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(11/09/2019 - 17/09/2019)
(°C)
-4 -2 0 2

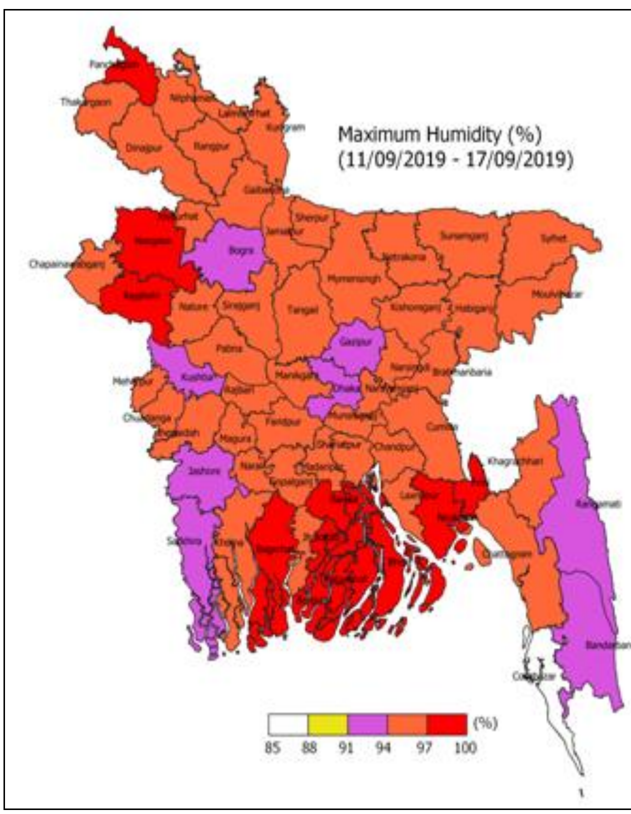
Maximum Humidity (%)
(11/09/2019 - 17/09/2019)
(%)
85 88 91 94 97 100

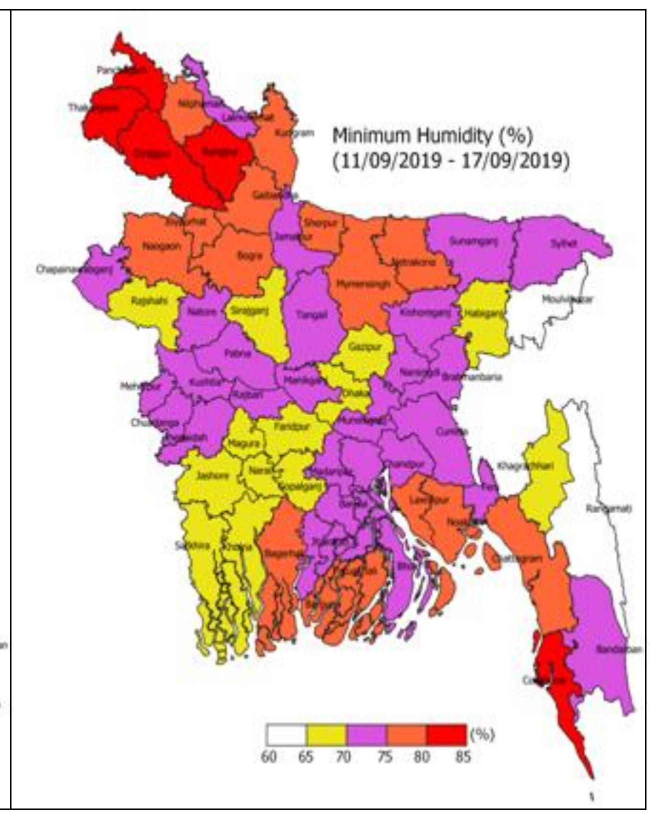
Minimum Humidity (%)
(11/09/2019 - 17/09/2019)
(%)
60 65 70 75 80 85

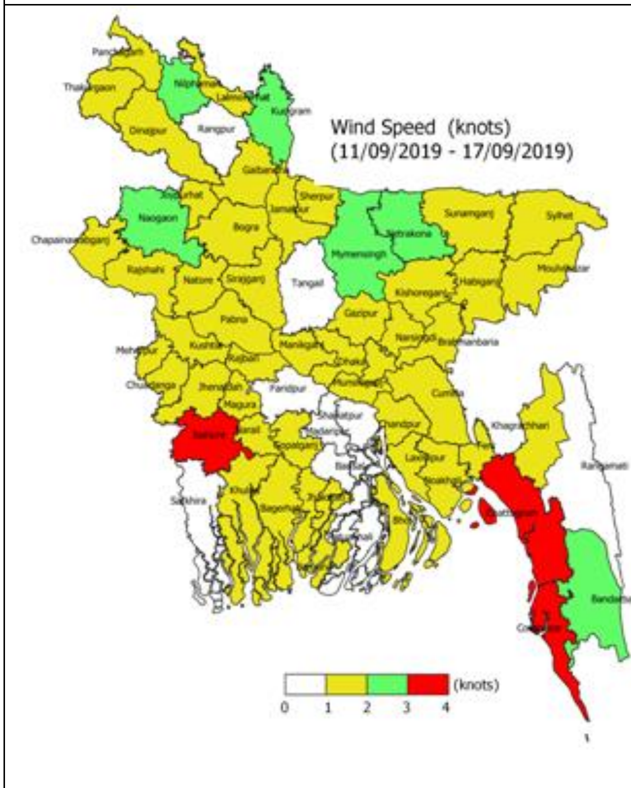

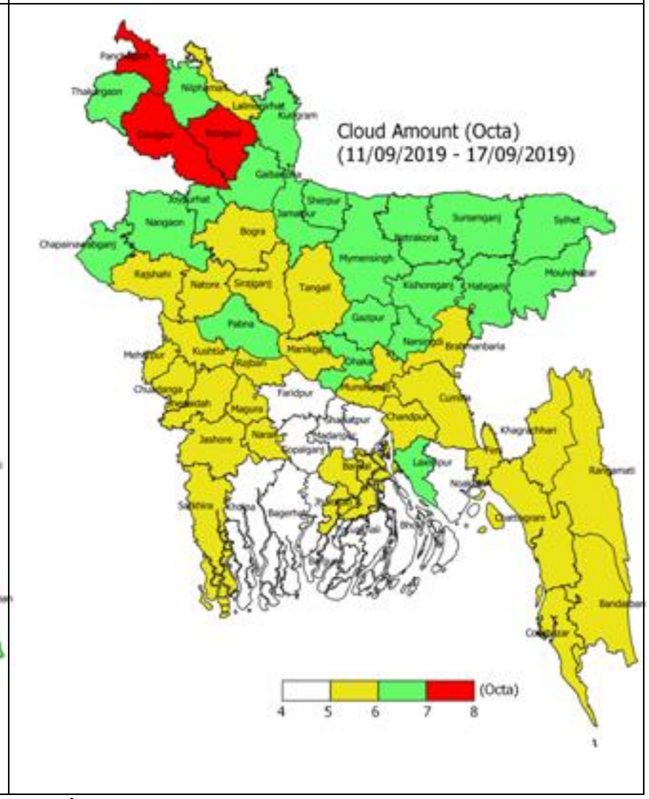

আবহাওয়া পূর্বাভাস

আবহাওয়া পূর্বাভাস (১৫/০৯/২০১৯ হতে ২১/০৯/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত):

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৫.০০ থেকে ৬.০০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

আগামী সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ২.৭৫ মিঃ মিঃ থেকে ৩.৭৫ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময়ে প্রথম দুই অথবা তিন দিন খুলনা, ময়মনসিংহ, সিলেট ও রংপুর বিভাগে এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও রাজশাহী বিভাগে এ সময়ের শেষার্ধের অনেক স্থানে হাল্কা (০৪-১০ মি. মি./প্রতিদিন) থেকে মাঝারি ধরণের (১১-২২ মি. মি./প্রতিদিন) বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টি হতে পারে, সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরণের ভারী (২৩-৪৩ মি. মি./প্রতিদিন) বর্ষণ হতে পারে।
- এ সময়ে সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (১৮ সেপ্টেম্বর হতে ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত)

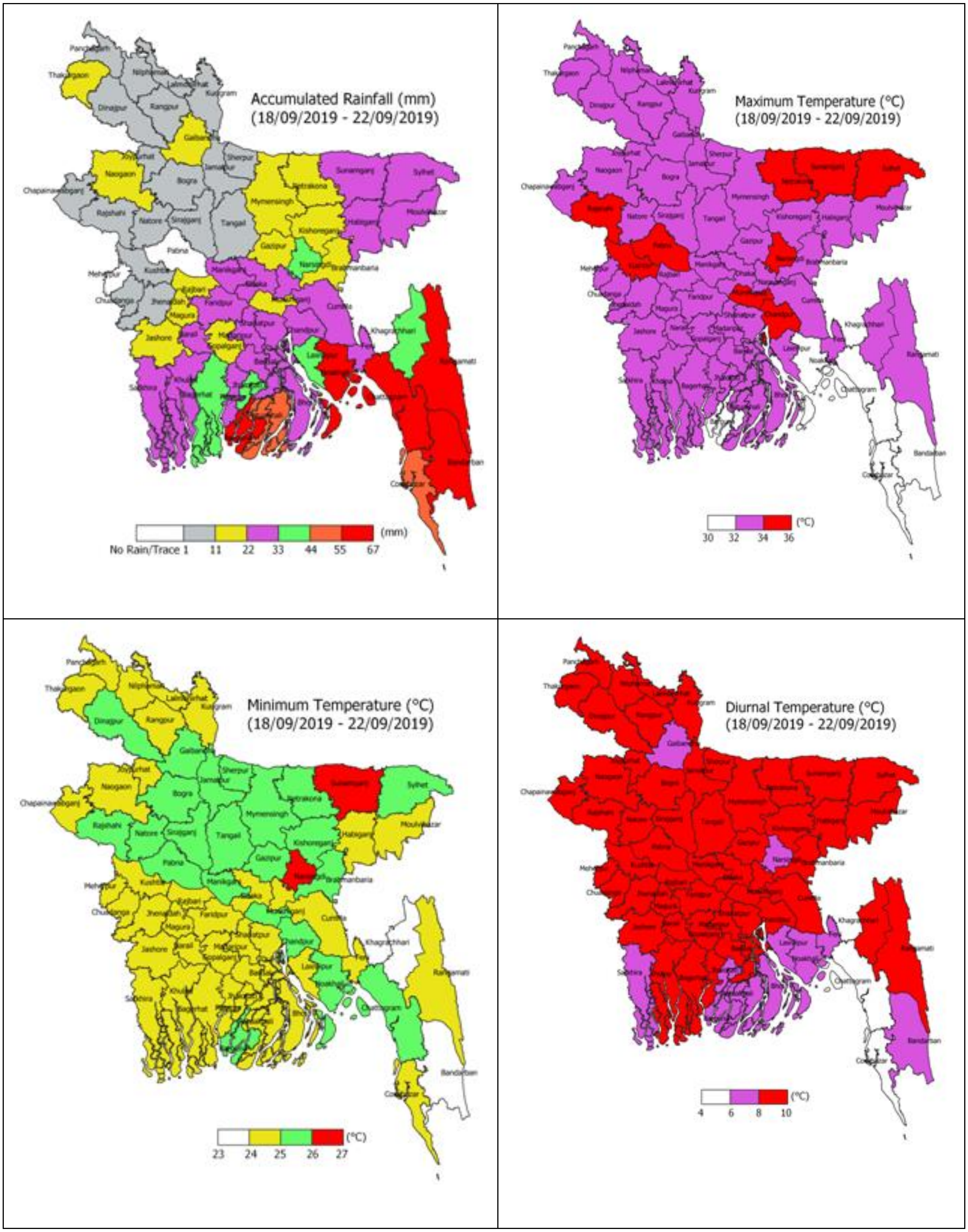

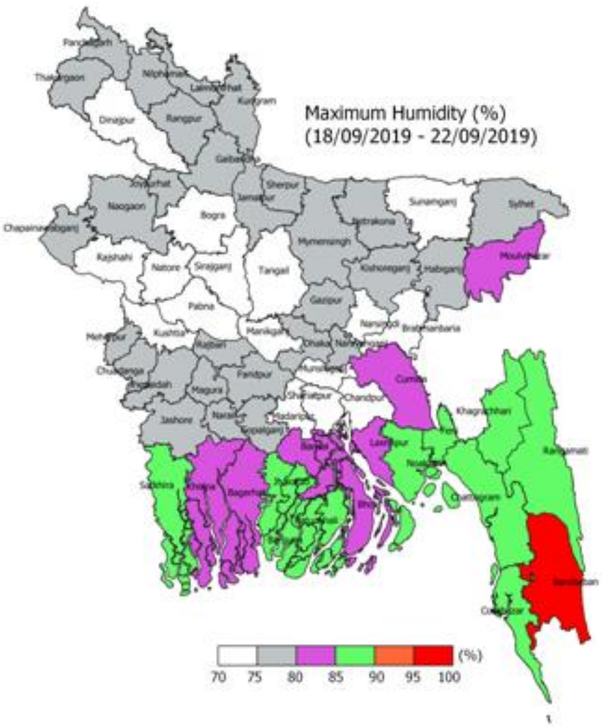
Maximum Humidity (%)
(18/09/2019 - 22/09/2019)
(%)
70 75 80 85 90 95 100

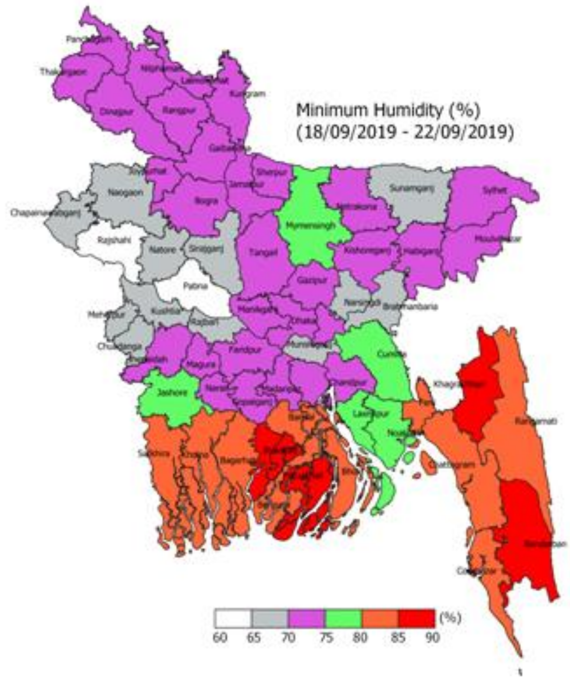
Minimum Humidity (%)
(18/09/2019 - 22/09/2019)
(%)
60 65 70 75 80 85 90

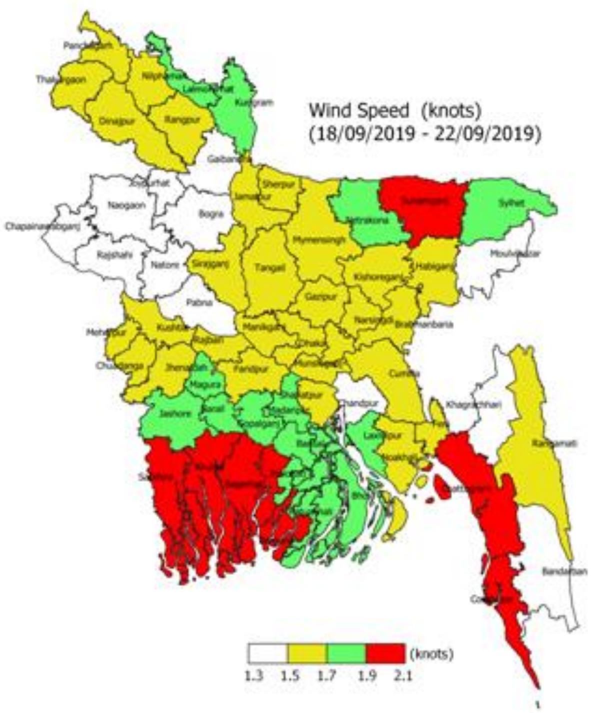
Wind Speed (knots)
(18/09/2019 - 22/09/2019)
(knots)
1.3 1.5 1.7 1.9 2.1

বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ ‡_‡K cÖvcÍ Z_¨:

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week number No. 36 (31 August -6 September) over Agricultural regions of Bangladesh

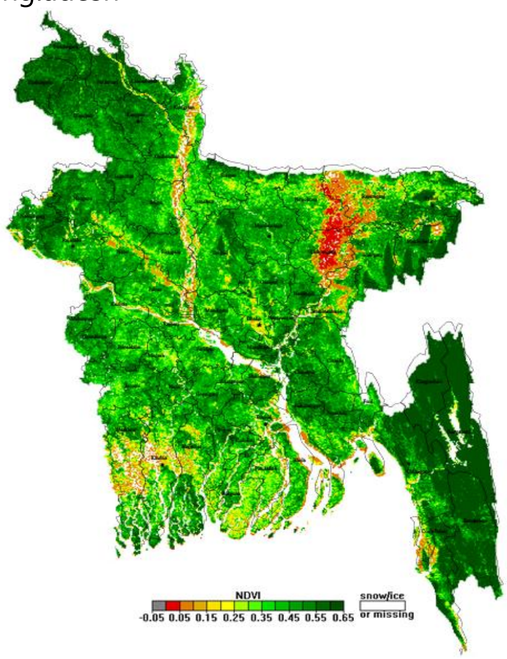

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week number No. 36 (31 August -6 September)over Agricultural regions of Bangladesh

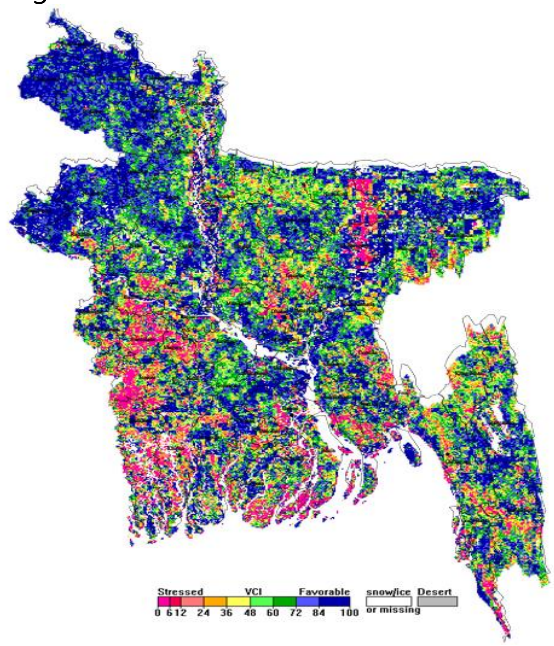

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week number No. 36 (31 August -6 September) over Agricultural regions of Bangladesh

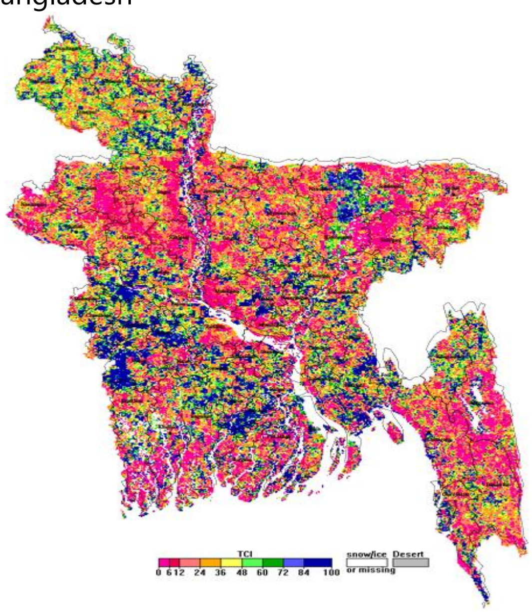

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week number No. 36 (31 August -6 September) over Agricultural regions of Bangladesh

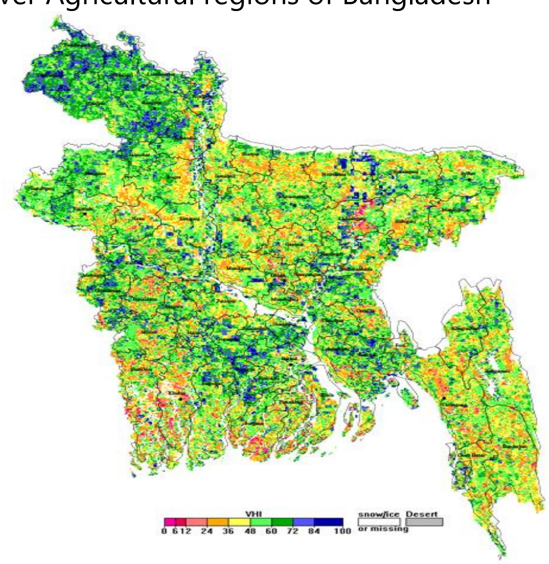

Monitoring Meteorological Drought in Bangladesh using Standardized Precipitation Index (SPI)

গত তিন মাসে ও মে মাসে বাংলাদেশের উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম জেলাগুলো স্বাভাবিক অবস্থা বিদ্যমান ছিল। অপর পক্ষে, দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব, ও দক্ষিণ-পশ্চিম, জেলাগুলো শুষ্ক অবস্থায় ছিল।

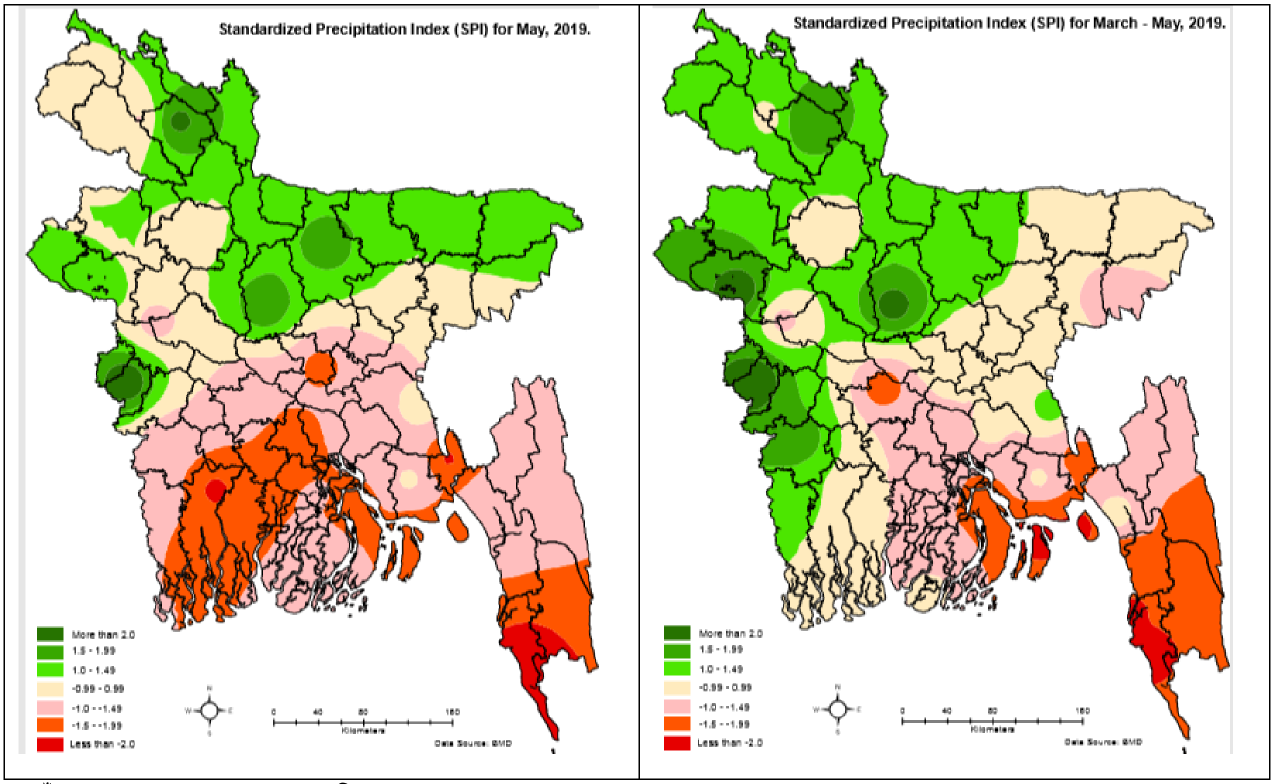

ঝড়ুঁৎপব: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর

বৃষ্টিপাত ও নদ-নদীর অবস্থা ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখের

(উ: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড)

<u>এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি</u>

- সুরমা-কুশিয়ারা ব্যতীত দেশের সকল প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- আগামী ২৪ ঘণ্টায় ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও গঙ্গা-পদ্মা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি অব্যাহত থাকতে পারে, অপরদিকে সুরমা-কুশিয়ারা নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পেতে পারে।

নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত)

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	৯৩	বিগত ২৪ ঘন্টায় পানি সমতল অপরিবর্তিত	০২
বিগত ২৪ ঘন্টায় পানি সমতল বৃদ্ধি	৬৯	মোট তথ্য পাওয়া যায়নি	০০
বিগত ২৪ ঘন্টায় পানি সমতল হ্রাস	২২	**বিপদসীমার উপরে**	০১